# কলিকাতা হাইকোর্ট

## মাননীয় বিচারপতি: **কেসাং ডোমা ভুটিয়া, বিচারপতি**

**রাশিদ আলি মোল্লা বনাম বোর্ড অফ ওয়াকফ**

C.O - 768 of 2021, রায়দানের তারিখ 19/01/2022

**ওয়াকফ আইন (43 of 1995), ধারা 4- দেওয়ানি কার্যবিধি (5 of 1908), 0.26 R.10 - ওয়াকফ-এর প্রাথমিক সমীক্ষা - আইনজীবী কমিশনারের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যানের জন্য আবেদন, - গ্রহণযোগ্যতা - আইনজীবী কমিশনারের জমা দেওয়া প্রতিবেদনের - আইনজীবী কমিশনারের জমা দেওয়া প্রতিবেদন 1919 সালের দলিলে উল্লেখিত সম্পত্তি যা শনাক্তযোগ্য নয় - কমিশনার এবং আমিনের সামনে দায়ের করা প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান এবং নতুন কমিশনার নিয়োগের জন্য আবেদন। কমিশনার এবং আমিনকে কাঠগড়ার মুখোমুখি জেরা হতে পারে এবং তাদের প্রতিবেদনের সত্যতা বা তাদের প্রতিবেদন গৃহীত বা রেকর্ডের অংশ হওয়ার আগে বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আগে সাক্ষ্য দিতে হতে পারে - ট্রাইবুনেলে কমিশনারের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তির কারণ উল্লেখ করে লিখিত আপত্তি দায়ের করতে ব্যর্থতা- যথাসময়ের পূর্বে করা আবেদন- গ্রহণযোগ্য নয়।**

**(9,10 অনুচ্ছেদ)**

### আইনজীবীদের নাম

পিটিশনারের পক্ষে হারাধন ব্যানার্জি, ভূষণ জৈন; এবং সেখ মোঃ গালিব, অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি, ইফতেকার মুন্সি, বাদীর পক্ষে।

I. **আদেশঃ**- আবেদনকারীরা ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ 227-এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছেন ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক তাদের 16.12.2020 এবং 17.12.2020 তারিখের আবেদন প্রত্যাখ্যানের আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে এবং যেখানে তারা আইনজীবী কমিশনার এবং বিএল এন্ড এলআরও-এর

প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করার জন্য আবেদান করেছেন এবং মামলা নং- 15 অফ 2012-এ তফসিলি সম্পত্তির স্থানীয় তদন্ত করার জন্য নতুন কমিশনার নিয়োগের জন্য 23.02.2021 তারিখে আবেদন করেছেন।

2. বিবাদীয় আদেশের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য সংক্ষেপে মামলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।বিবাদটি মৌজা - কুর্চি বিনোদবাটিতে অবস্থিত আবেদনের তফসিলে সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত 7.95 একর জমির সাথে সম্পর্কিত, যার জে এল নং 15 এবং হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর থানাধীন।

3. বাদী/আবেদনকারীদের সম্পত্তিটি মূলত বাবুজন মল্লিক নামক একজনের মালিকানাধীন ছিল যিনি তাঁর জীবদ্দশায় 1919 সালে তাঁর পরিবারের সদস্যদের এবং তাঁর বংশধরদের সুবিধার জন্য একটি নিবন্ধিত ওয়াকফ দলিল কার্যকর করে সম্পত্তিটি উৎসর্গ করেছিলেন।উক্ত ওয়াকফ একটি ব্যক্তিগত ওয়াকফ ছিল।বিতর্কিত সম্পত্তির সি এস নথিতে বাবুজন মল্লিকের ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল, তবে পরবর্তী সেটলমেনট নথিতে সম্পত্তিটি বাহাদুর মোল্লা ওয়াকফ এস্টেটের নামে এবং পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে রক্ষণাবেক্ষণ করা রেজিস্টারে E.C. No. 10339 হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

4. বাদী/আবেদনকারীদের পূর্বসূরি ওয়াকফ বোর্ডের কাছে রেজিস্টারে সংশোধন এবং বাবুজন মল্লিকের ওয়াকফ এস্টেট হিসাবে নিবন্ধিত করার জন্য বেশ কয়েকটি আবেদন করেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হন।উপরন্তু বাদী/আবেদনকারীদের পূর্বসূরীদের ওয়াকফ বোর্ড অবিলম্বে ওয়াকফ এস্টেট খালি করার জন্য নোটিশ দিয়েছিল এবং অন্য কোনও বিকল্প খুঁজে না পেয়ে আবেদনকারীদের মামলা নং 15 অফ 2012 দাখিল করেন ওয়াকফ

ট্রাইব্যুনালে বাদীরা বাবুজন মল্লিকের বংশধর বলে ঘোষণা করার জন্য ।

বাবুজন মল্লিকের এস্টেটকে বাহাদুর মোল্লা ওয়াকফ এস্টেট হিসেবে ওয়াকফের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা সঠিক নয়।2 জুন, 2009 তারিখের উচ্ছেদের বিজ্ঞপ্তি বাতিল।তারা বাদীদের মধ্যে একজনকে বিতর্কিত ওয়াকফ এস্টেটের মুতওয়ালি হিসাবে ঘোষণা করার জন্য এবং ব্যক্তিগত বিবাদীদের বিতর্কিত সম্পত্তির ভোগদখল উপভোগ করতে বাধা দেওয়ার জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদেশের জন্যও প্রার্থনা করেছেন।

5. এটা নথিভুক্ত করা হয়েছে যে, হাইকোর্টের C.O. No. 466 অফ 2018 মামলায় 02.05.2019 তারিখের নির্দেশে ট্রাইব্যুনালকে বাবুজন মল্লিক কর্তৃক সম্পাদিত ওয়াকফ দলিল দ্বারা অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির স্থানীয় তদন্ত করার এবং উক্ত দলিলে অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির সঠিক বিস্তার নির্ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

6. মাননীয়া হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট বিএল এন্ড এলআরওর সহায়তায় জরিপ ও পরিদর্শন করার জন্য একজন আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করে। আইনজীবী কমিশনার এবং বিএল এবং এলআরও এই মর্মে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন যে, বাবুজন মল্লিক কর্তৃক সম্পাদিত ওয়াকফ দলিলের আওতায় থাকা সম্পত্তির সঠিক বিস্তার নির্ধারণ করতে তাঁরা অক্ষম কারণ এটি সনাক্তযোগ্য নয়।উক্ত রিপোর্টে ক্ষুব্ধ হয়ে বাদী/আবেদনকারীরা উক্ত রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান এবং নতুন কমিশনার নিয়োগের জন্য দুটি আবেদন করেছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে 1919 সালে ওয়াকফ দলিলের আওতায় থাকা সম্পত্তি সনাক্তযোগ্য, তবে বিদ্বান আইনজীবী কমিশনার এবং বিএল এন্ড এলআরও তাদের নিজেদের জ্ঞাত মতে সম্পত্তিটি সনাক্তযোগ্য নয় বলে জানিয়েছেন।

7. বাদীদের এই ধরনের আবেদনগুলি বিবেচনা করার পরে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল মনে করেছে যে আবেদনকারী/বাদীদের আবেদনগুলি অপরিণত এবং আইনজীবী কমিশনার এবং বিএল এন্ড এলআরও উভয়কেই জেরা না করে কেন তারা 1919 সালের ওয়াকফ চুক্তির আওতায় থাকা সম্পত্তি সনাক্ত করতে পারেননি তাঁর কারন জানা সম্ভব নয়. এবং যদি এটি পাওয়া যায় যে আইনজীবী কমিশনার এবং বিএল এন্ড এলআরও সঠিকভাবে তদন্ত করেননি তবে নতুন কমিশনার নিয়োগের প্রশ্ন উঠবে।যদি কমিশনার এবং আমিনের জেরায় দেখা যায় যে 1919 সালের ওয়াকফ দলিলের আওতায় থাকা সম্পত্তিগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, তবে আবেদনকারীদের পক্ষে ওয়াকফ আইনের 4 নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে তারা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করতে পারবে সার্ভেয়ার কমিশনার বা অতিরিক্ত সার্ভেয়ার কমিশনার বা সহকারী সার্ভেয়ার কমিশনারের দ্বারা বিতর্কিত সম্পত্তি চিহ্নিত করার জন্য ।

8. উপরের পটভূমিতে দেখা যাক, আবেদনকারীদের অনুরোধ অনুযায়ী বিতর্কিত আদেশটি কোনও অনিয়ম বা অবৈধতার জন্য বাতিল করার যোগ্য কিনা।

9. বাদীরা 1919 সালের দলিলের আওতায় থাকা জমির জরিপ চান।তারপর হাইকোর্টের সার্ভের আদেশ অনুযায়ী যেখানে সম্পত্তিটি অবস্থিত বলে অভিযোগ করা হয়েছে সেখানকার বি. এল. এন্ড এল. আর. ও-র উদয়নারায়ণপুর অফিসের আইনজীবী কমিশনার এবং আমিনকে জমি জরিপের জন্য নিয়োগ করা হয়।

তারা একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে যে 1919 সালের দলিল অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি সনাক্তযোগ্য নয়।আশ্চর্যের বিষয় হল, কমিশনার ও আমিনকে কাঠগড়ায় জেরা করে তাঁদের প্রতিবেদনের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার আগে বা তাঁদের প্রতিবেদন গ্রহণ বা রেকর্ডের অংশ হওয়ার আগে বা প্রত্যাখ্যাত

হওয়ার আগে এবং আবেদনকারী/বাদীদের দ্বারা প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে কোনও লিখিত আপত্তি দায়ের সুযোগ না দিয়ে তাঁরা প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান এবং নতুন কমিশনার নিয়োগের জন্য বিতর্কিত আবেদন নিয়ে এসেছেন।কমিশনারের রিপোর্টে ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারীরা ট্রাইবুনেলে কমিশনারের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তির ভিত্তি উল্লেখ করে কোনও লিখিত আপত্তি দায়ের করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং আদেশ 26 নং বিধি 10 সিপিসি-র অধীনে তাদের জমা দেওয়া প্রতিবেদনের বিষয়ে বিদ্বান আইনজীবী কমিশনার এবং আমিন উভয়কেই জেরা করার আগে এবং তাদের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়ার পূর্বে 1919 সালের দলিলের আওতায় থাকা সম্পত্তি নির্ধারণের জন্য নতুন কমিশনার নিয়োগের জন্য সরাসরি আবেদন করেছেন।

অতএব, দেখা যায় যে তারা অপরিণত আবেদনগুলি দায়ের করেছিলেন এবং ট্রাইব্যুনালের কাছে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে প্রতিবেদনটি প্রকৃতপক্ষে কোনও বস্তুগত দুর্বলতা বা ত্রুটিযুক্ত ছিল কিনা।

10. অতএব, এই আদালত ট্রাইব্যুনালের সামনে আবেদনকারীদের দ্বারা করা আবেদনকে অপরিণত বলে মনে করে এবং তা রক্ষণযোগ্য নয় এবং মামলা নং-15 অফ 2012-এ ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত 23.02.2021তারিখের আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই।

11. তদনুসারে, C.O. no. 768 অফ 2012 তা বাতিল করা হোল।

12. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, তা বাতিল করা হোল।

13. খরচের বিষয়ে কোনও অর্ডার থাকবে না।

14. উপরের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে হলফনামা

আহ্বান করা হচ্ছে না।আনত অভিযোগ অস্বীকৃত বলে মনে করা হবে।

সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা আদেশের অনুলিপি অনুসারে কাজ করবে।

এই রায়ের জরুরি জেরক্স প্রত্যয়িত ফটোকপির যদি আবেদন করা হয় তবে প্রয়োজনীয় নিয়মানুসারে  পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

**আবেদন খারিজ**

**DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.